বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯

স্মারক নং বিইউ/রেজি/একাডেমিক/ভর্তি পরীক্ষা/২০১৮-১৯/৪২৫/১৪১৮

তারিখ :- ০১ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ইউনিটে ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) কোর্সের ১ম বর্ষে ভর্তির জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নিকট হতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

আবেদন ফি: নিজস্ব ইউনিটের জন্য সকল সার্ভিস চার্জসহ ৬০০/-(ছয়শত) টাকা; নিজস্ব ইউনিটসহ অন্য ইউনিটের (ইউনিট পরিবর্তন/শাখা পরিবর্তন) জন্য সকল সার্ভিস চার্জসহ ১,১০০/-(এক হাজার একশত) টাকা।

আবেদন গ্রহণের তারিখ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ অপরাহ্ন ২:০০ টা থেকে ২২ অক্টোবর ২০১৮ রাত ১২:০০ টা পর্যন্ত।

ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়:

তারিখ ও বার	সময়	ইউনিট
২৩/১১/২০১৮ শুক্রবার	সকাল ১০:০০-১১:০০ টা	'খ'
২৩/১১/২০১৮ শুক্রবার	বিকাল ৩:০০-৪:০০ টা	'গ'
২৪/১১/২০১৮ শনিবার	সকাল ১১:০০-১২:৩০ টা	'ক'

বি. দ্র. যথারীতি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিট পরিবর্তন (প্রচলিত 'ঘ' ইউনিট)-এর জন্য আলাদাভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে না। তবে স্ব-স্ব ইউনিটে পরীক্ষা দেয়ার মাধ্যমে শাখা পরিবর্তন ফি প্রদান সাপেক্ষে অন্য ইউনিটের বিভাগসমূহে ভর্তির সুযোগ থাকবে।

ভর্তি পরীক্ষার স্থান, সময় ও আসন বিন্যাস (Seat Plan) যথাসময়ে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইট (http://admission.eis.bu.ac.bd)-এ Login করে অথবা প্রবেশপত্রে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী SMS এর মাধ্যমে জানা যাবে।

ভর্তির সাধারণ যোগ্যতা:

যারা ২০১৫ সালে বা পরবর্তীতে মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় এবং ২০১৭ অথবা ২০১৮ সালে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং যাদের নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা রয়েছে ও যারা ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লিখিত অন্যান্য শর্ত পূরণ করে তারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ভর্তি নির্দেশিকা **http://admission.eis.bu.ac.bd**, **www.barisaluniv.ac.bd** এবং **www.barisaluniv.edu.bd**- ওয়েবসাইটসমূহে পাওয়া যাবে।

ভর্তির জন্য ইউনিটভিত্তিক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি:

ইউনিট	অনুষদ	বিভাগের নাম	অন্য ইউনিটের যে সকল বিভাগে যাওয়া যাবে	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
'ক'- ইউনিট (KA Unit)	বিজ্ঞান ও প্রকৌশল	গণিত, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা এবং পরিসংখ্যান	বাংলা, ইংরেজি, দর্শন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ইতিহাস ও সভ্যতা, সমাজবিজ্ঞান, লোক প্রশাসন, অর্থনীতি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, আইন, মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস এবং ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং	মাধ্যমিক বা সমমান এবং উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান দুই পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় চতুর্থ বিষয়সহ মোট জিপিএ ৭.০০ পেতে হবে, তবে কোনো পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০০ এর নিচে গ্রহণযোগ্য নয়।
	জীববিজ্ঞান	সয়েল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস, উদ্ভিদবিজ্ঞান, কোস্টাল স্টাডিজ এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এবং বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড বায়োটেকনোলজি		
'খ'-ইউনিট (KHA Unit)	কলা ও মানবিক	বাংলা, ইংরেজি, দর্শন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা এবং ইতিহাস ও সভ্যতা	মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, গণিত এবং পরিসংখ্যান	মাধ্যমিক বা সমমান এবং মানবিক শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান দুই পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ মোট জিপিএ ৬.০০ পেতে হবে, তবে কোনো পরীক্ষায় জিপিএ ২.৫০ এর নিচে গ্রহণযোগ্য নয়।
	সামাজিক বিজ্ঞান	অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, লোক প্রশাসন এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স		
	আইন	আইন		
'গ'-ইউনিট (GA Unit)	বিজনেস স্টাডিজ	মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস এবং ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং	বাংলা, ইংরেজি, দর্শন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ইতিহাস ও সভ্যতা, সমাজবিজ্ঞান, লোক প্রশাসন, অর্থনীতি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, আইন এবং পরিসংখ্যান	মাধ্যমিক বা সমমান এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান দুই পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ মোট জিপিএ ৬.০০ পেতে হবে, তবে কোনো পরীক্ষায় জিপিএ ২.৫০ এর নিচে গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন 'ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স' ও 'এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট)' ব্যবসায় শিক্ষা শাখার উচ্চ মাধ্যমিকের সমমান বলে বিবেচিত হবে, 'এইচএসসি (ভকেশনাল)' বিজ্ঞান শাখার উচ্চ মাধ্যমিকের সমমান বলে বিবেচিত হবে এবং মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের 'আলিম (সাধারণ শাখা)' মানবিক শাখার উচ্চ মাধ্যমিকের সমমান বলে বিবেচিত হবে।

নিম্নে ভর্তি পরীক্ষার বিষয়সমূহের নম্বর বন্টন দেখানো হল:

'ক' ইউনিট

বিষয়	প্রশ্নসংখ্যা	নম্বর	মন্তব্য
বাংলা	১০	১২	আবশ্যিক
ইংরেজি	১০	১২	
পদার্থবিজ্ঞান	২০	২৪	
রসায়ন	২০	২৪	
গণিত	২০	২৪	যে কোন ২টি বিষয়ের উত্তর দিতে হবে
জীববিজ্ঞান	২০	২৪	
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২০	২৪	
মোট	১০০	১২০	

'খ' ইউনিট

বিষয়	প্রশ্নসংখ্যা	নম্বর	মন্তব্য
বাংলা	২০	২৪	আবশ্যিক
ইংরেজি	২০	২৪	
ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস	২০	২৪	যে কোনো তিনটি বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে
পৌরনীতি ও সুশাসন	২০	২৪	
অর্থনীতি	২০	২৪	
সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম	২০	২৪	
ভূগোল	২০	২৪	
যুক্তিবিদ্যা	২০	২৪	
মোট	১০০	১২০	

'গ' ইউনিট

বিষয়	প্রশ্নসংখ্যা	নম্বর	মন্তব্য
বাংলা	২০	২৪	আবশ্যিক
ইংরেজি	২০	২৪	
হিসাববিজ্ঞান	২০	২৪	
ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	২০	২৪	
ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বীমা	২০	২৪	যে কোন একটি বিষয়ের উত্তর দিতে হবে
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন	২০	২৪	
মোট	১০০	১২০	

অনলাইনে ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের জন্য আবেদনকারীর করণীয়ঃ

ক) আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইট (http://admission.eis.bu.ac.bd) -এর মাধ্যমে করতে হবে। এই সাইটে আবেদনকারী বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ইউনিটের ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা, নোটিশ এবং লিঙ্কসমূহ দেখা যাবে। যেকোনো ইউনিটে আবেদন করার পূর্বে ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে ভালো করে পড়ে নিতে হবে। এছাড়াও প্রতি পেইজের উপরে হলুদ বক্সের নির্দেশাবলী পড়ে নিতে হবে।

খ) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন **২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ অপরাহ্ন ২:০০ টা থেকে ২২ অক্টোবর ২০১৮ রাত ১২:০০ টা পর্যন্ত** করা যাবে। তবে ২৪ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত ব্যাংকে টাকা জমা দেয়া যাবে।

গ) যে কোনো ইউনিটে ভর্তির আবেদন করার জন্য বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইট- এ 'আবেদন/লগইন' বাটনে ক্লিক করতে হবে।

ঘ) **'আবেদন/লগইন'** বাটনে ক্লিক করার পর **'আবেদন/লগইন'** এর তথ্যের পেইজে আবেদনকারীর উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষার রোল নম্বর, পাসের সন ও বোর্ডের নাম এবং **মাধ্যমিক বা সমমানের** পরীক্ষার রোল নম্বর প্রদান করে **"অগ্রসর হোন"** বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং পরবর্তী পেইজে আবেদনকারীর উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার তথ্যাবলী এবং আবেদনকারীর আবেদনযোগ্য ইউনিট দেখা গেলে **'নিশ্চিত করছি'** বাটন-এ ক্লিক করতে হবে।

ঙ) **'নিশ্চিত করছি'** বাটন-এ ক্লিক করার পরে যে পেইজটি পাওয়া যাবে উক্ত পেইজে ছবি এবং অন্যান্য তথ্যাবলী দেয়া হলে পরবর্তী পেইজে সেগুলো নিশ্চিত করতে বলা হবে। নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারীকে যেকোন মোবাইল অপারেটরের নম্বর থেকে একটি এসএমএস **১৬৩২১** নম্বরে পাঠাতে হবে। এসএমএস-টির ফরম্যাট আবেদনকারী সেই পেইজে দেখতে পাবে। এসএমএস-টি পাঠানো হলে ফিরতি এসএমএস-এ আবেদনকারী ৭ (সাত) অক্ষরের একটি কনফার্মেশন কোড পাবে। এই কনফার্মেশন কোডটি পেইজের নির্ধারিত স্থানে দেয়ার পর **'নিশ্চিত করছি'** বাটনে ক্লিক করতে হবে। উল্লেখ্য এই পেইজে কোটা সংক্রান্ত অপশনেও টিক দিতে হবে।

চ) সঠিক কনফার্মেশন কোড দেয়া হলে আবেদনের মূলপাতা (সকল ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য) দেখা যাবে। এই পেইজের মাধ্যমে আবেদনকারী যে ইউনিটে আবেদন করার যোগ্যতা রাখেন সে ইউনিটে আবেদন করে টাকা জমার রসিদ সংগ্রহ করতে পারবে। এই পাতায় উল্লিখিত ইউনিটসমূহের যেকোনোটিতে আবেদন করার জন্য ইউনিটের পাশের **'আবেদন'** বাটনে ক্লিক করতে হবে। **'আবেদন'** বাটনে ক্লিক করার পর উক্ত ইউনিটের **'আবেদন'** বাটনটির স্থানে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং সেই ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) ডাউনলোডের লিঙ্ক পাওয়া যাবে।

ছ) **আবেদনকারী স্ব-ইউনিটসহ শাখা পরিবর্তন ইউনিটে আবেদন করতে ইচ্ছুক হলে এখানেই স্ব-ইউনিটে এবং 'শাখা পরিবর্তন' ইউনিটের বাটনে ক্লিক করে আবেদন করতে হবে**। এছাড়া পরবর্তীতে এই পেইজ থেকে আবেদনকারী তার আবেদনকৃত ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবে এবং ভর্তি পরীক্ষার আসন বিন্যাস, ফলাফল ইত্যাদি জানতে পারবে।

জ) উপরিউক্ত পেইজ থেকে যে ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক সেই ইউনিটের টাকা জমার রসিদ (পেমেন্ট স্লিপ) ডাউনলোডের লিঙ্কে ক্লিক করে রসিদটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে। **শাখা পরিবর্তন (ইউনিট পরিবর্তন) এর ক্ষেত্রে পৃথকভাবে আরো একটি পেমেন্ট স্লিপ (টাকা জমার রসিদ) ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে।** প্রতিটি পেমেন্ট স্লিপের দুইটি অংশ থাকবে; উপরেরটি আবেদনকারীর অংশ এবং নিচেরটি ব্যাংকের অংশ।

সতর্কীকরণঃ টাকা জমার আবেদনকারীর অংশটি ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র নয়। পরীক্ষার প্রবেশপত্রের বিকল্প হিসেবে টাকা জমার রসিদের অংশটুকু ব্যবহার করা যাবে না।

ঝ) টাকা জমার রসিদের তথ্যসমূহ ও আবেদনকারীর ছবি সঠিক আছে কিনা তা আবেদনকারীকে যাচাই করে নিতে হবে। এরপর টাকা জমার রসিদের দুইটি অংশেই নির্ধারিত স্থানে আবেদনকারী স্বাক্ষর করে ২৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের মধ্যে রসিদে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা (ভর্তি পরীক্ষার ফি, অনলাইন সার্ভিস ফি ও ব্যাংক চার্জ) দেশের ৪ টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (জনতা, সোনালী, অগ্রণী ও রূপালী)–এর যে-কোন শাখায় গিয়ে ব্যাংক চলাকালীন সময়ে জমা দিতে হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ টাকা জমার প্রমাণ স্বরূপ টাকা জমার রসিদের আবেদনকারীর অংশ কেটে আবেদনকারীকে ফেরত দিবে।

ঞ) কোনো ইউনিটের জন্য আবেদনকারীর ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন সিস্টেমে পৌঁছলে তার সংশ্লিষ্ট ইউনিটের 'পেমেন্ট' কলামে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে। ব্যাংক-এ টাকা জমা না দেয়া হলে আবেদনকারী প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবে না এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা ০৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ সকাল ১০:০০টা হতে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবে। প্রবেশপত্র ডাউনলোডের শেষ সময় **'খ'** ইউনিট ২৩ নভেম্বর ২০১৮ সকাল ৯.০০ টা পর্যন্ত ; **'গ'** ইউনিট ২৩ নভেম্বর ২০১৮ অপরাহ্ন ২.০০ টা পর্যন্ত এবং **'ক'** ইউনিট ২৪ নভেম্বর ২০১৮ সকাল ১০.০০ টা পর্যন্ত।

- ভর্তির অন্যান্য যোগ্যতা, বিশেষ যোগ্যতা, কোটায় ভর্তি সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ভর্তি নির্দেশিকা থেকে জানা যাবে।
- সংশ্লিষ্ট ইউনিটের পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য জানতে অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে হেল্পলাইনে যোগাযোগ করা যাবে।
  হেল্পলাইনের নম্বরসমূহ- **'ক'** ইউনিট: 01877-717375 ; **'খ'** ইউনিট: 01877-717376; **'গ'** ইউনিট: 01877-717377; সকল ইউনিট: 02-9669934
- ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লিখিত নিয়মাবলী ভর্তি প্রার্থীদেরকে অনুসরণ করতে হবে। ভর্তি বিজ্ঞপ্তি/ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লেখ নেই, ভর্তি সংক্রান্ত এমন কোনো তথ্য জানতে হলে সংশ্লিষ্ট ইউনিট কার্যালয়ে/উপরে উল্লিখিত হেল্পলাইনে যোগাযোগ করতে হবে।
- ভর্তি সংক্রান্ত নিয়ম নীতির যে কোন ধারা ও উপধারার পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও পুনঃসংযোজনের অধিকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

স্বা/-
রেজিস্ট্রার
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়